ভোরের কাগজ

তারিখ ... 17 JAN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

প্রোগ্রামিংয়ে নটরডেম সেরা

মুসা ইব্রাহীম

কম্পিউটার মেলা। এ দুই শব্দের মাধ্যমে যে দৃশ্যটি ভেসে ওঠে তা হলো, এতে কিছু কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের স্টল থাকবে। আর মানুষজন এসব স্টলের আয়োজন দেখেশুনে প্রয়োজনীয় কম্পিউটারটি বা যন্ত্রাংশ, হাই-ফাই সাউন্ড সিস্টেম কম দামে কিনে বাড়ি ফিরবেন।

তবে এবারের মেলায় এসবের মাঝেও ব্যতিক্রম আছে। এই ব্যতিক্রমের একটি উদাহরণ, স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন।

এই প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় শুধু স্কুল, কলেজ ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ২৬টি দল অংশ নেয়। প্রতি দলে প্রোগ্রামারের সংখ্যা তিনজন করে। এর মধ্যে উইমেন ফেডারেশন কলেজের দলটির সবাই মেয়ে। প্রতিযোগিতা গত ১৪ জানুয়ারি মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলেও এর আগে বিসিএস অফিসে প্রতিযোগী দলগুলোকে নিয়ে একটি আসর বসে। আর ১৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় এই প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার মহড়া মেলা প্রাঙ্গণেই। প্রতিযোগিতায় পাঁচটি প্রোগ্রামিং সমস্যার সমাধান করতে দেওয়া হয়। দুপুর সাড়ে ১২টায় প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে তিন ঘণ্টা চলে এটি।

প্রতিযোগিতায় কম্পিউটারগুলোর অপারেটিং সিস্টেম ছিল উইন্ডোজ ৯৮/২০০০। প্রতিযোগীরা কিউবেসিক, জাভা, সি++ প্রোগ্রামে তাদের সমাধানগুলো দেন।

এই প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা দেখার জন্য এসেছিলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কম্পিউটার কৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. এম কায়কোবাদ। একেবারে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে দেখে তিনি তার উচ্ছ্বাসকে ঠেকাতে পারেননি। বলেই ফেললেন, 'স্কুল পর্যায়ের এতগুলো দল এ ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশ নিল। এর অর্থ হচ্ছে আমাদের দেশে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা জনপ্রিয় হচ্ছে। আর স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের এখনি এ ধরনের প্রতিযোগিতায় আনা মানে তারা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গিয়ে আরো ভালো করবে। তাদের দক্ষতা আরো বাড়বে।

পাঁচটির সব কটি সমস্যা সমাধান করে প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিল নটরডেম কলেজের শিক্ষার্থী মানজুর রহমান খান, রাইয়ান কামাল ও মোহাম্মদ তানভির আল-আমিনের দল। তারা ভ্যালফোডিল কম্পিউটার্স লিমিটেডের সৌজন্যে প্রথম পুরস্কার সাড়ে ১০ হাজার টাকা পায়। সাইবারলিপ ডেটা সল্যুশন লিমিটেডের সৌজন্যে দ্বিতীয় পুরস্কার সাড়ে ৭ হাজার টাকা পেয়েছে ইস্তিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল-হায়ার (শাহরিয়ার রউফ, তানভির আয়কোবাদ ও রিয়াসাত হাবিব) দল। আরএম সিস্টেমস লিমিটেডের সৌজন্যে তৃতীয় পুরস্কার সাড়ে ৪ হাজার টাকা পেয়েছে ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি (সাইফুল আহসান সোহাগ, মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূঁইয়া ও ওবায়দুল্লাহ মাহমুদ)। শীর্ষস্থানীয় তিনটি দলই পাঁচটি করে সমস্যার সমাধান করে।

এই প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার প্রধান বিচারক ছিলেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন। তার সঙ্গে ছিলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো পাঁচ জন শিক্ষক।

বিচারক এবং আয়োজকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা